দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 SEP ১৯৯২
পৃঃ ৩ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২২ দফা সুপারিশ

আনোয়ার আলদীন ॥ উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২২ দফার সুপারিশমালা প্রণয়ন করিয়াছে।

শীঘ্রই এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে পেশ করা হইবে। দীর্ঘ এক বছরকালে কয়েকটি জাতীয় সেমিনার, আলোচনা, বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান পরামর্শ ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এই সুপারিশমালায় বলা হইয়াছে দেশে উচ্চ শিক্ষার মান অতি দ্রুত নীচে নামিয়া যাইতেছে। ডিগ্রী ও মাষ্টার্স কোর্স প্রদানকারী কলেজগুলিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলি হইতে পৃথক করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল কলেজে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স খোলা হইয়াছে সেই সকল কোর্স উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে আর কোন কলেজে

(১২ পৃঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

(৩য় পৃঃ পর)

মাষ্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া সমীচীন হইবে না। যে সকল কলেজে উল্লেখিত কোর্সে পাঠদান করা হইতেছে, সেখানের মান উন্নয়নের জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে বদলি রহিত করিতে হইবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী ও মাষ্টার্স কোর্সে শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকীকরণ ও অডিওভিজুয়েল করাইতে হইবে। প্রতি ৫ বছর অন্তর নূতন ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করিতে হইবে।

ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি হইতে সম্পর্কছেদ করিতে হইবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে। একাডেমিক পরিবেশের সহিত ইহার কোন 'কনফ্লিক্ট' হওয়া উচিত না।

স্নাতক সম্মান চার বছরের কোর্স হইবে। চার বছরের ডিগ্রী প্রোগ্রামকে 'টারমিনাল' ডিগ্রী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আপনা হইতেই কোন ছাত্র-ছাত্রীকে অনার্স ডিগ্রী প্রদান করা উচিত হইবে না। তাহাদেরকে তাহা অর্জন করিতে হইবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'রেটিং' হওয়া প্রয়োজন। 'ইনোভেটিভ পাওয়ার' বাড়ানোর জন্য ছাত্রদেরকে আরও স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে 'ফীডব্যাক' থাকা উচিত। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কলা, মানবিক ও সামাজিকবিজ্ঞান বিষয়ক ক্লাসে ১:৩০ এবং কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ক্লাসে ১:১০ হওয়া উচিত। মাষ্টার্স কোর্সকে কাঠামোগত দিক হইতে ভিন্নতর (থিসিস) করিতে হইবে এবং দুই বছরব্যাপী একাডেমিক/রিসার্চ ডিগ্রী হিসাবে তৈরী করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ডিগ্রী, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সর্বস্তরের শিক্ষকদের মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চালু করিতে হইবে। প্রবেশিকা স্তরে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইংরেজী বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। যাহাতে উচ্চ শিক্ষায় তাহা সহায়ক হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে বাজেটের শতকরা ৫ ভাগ গবেষণা খাতে এবং ২ ভাগ বই, জার্নাল ও পিরিওডিক্যাল বাবদ রাখিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পৃথক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা এবং তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আর্থিক নীতি তৈরী করা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য পরিচালনার জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিতে হইবে এবং ইহাকে আরও ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে মঞ্জুরি বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুপারিশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করিয়াছে